ADDRESS OF THE VICE CHANCELLOR

EAST WEST UNIVERSITY

অধ্যাপক আহমদ শফি
উপাচার্য, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়

ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্দশ সমাবর্তন উপলক্ষে
উপাচার্য মহোদয়ের ভাষণ

ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ, বিশেষ অতিথি বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপ্রতি জনাব মোঃ তোফাজ্জল ইসলাম, সমাবর্তন বক্তা বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী সুলতানা কামাল, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যবৃন্দ, আমন্ত্রিত বরেন্য শিক্ষাবিদ ও অন্যান্য গুণীজন, সহকর্মীগণ, এবং এই অনুষ্ঠান যাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত আমাদের প্রিয় স্নাতকডিগ্রি প্রত্যাশী ছাত্র-ছাত্রীগন,

আমি মহামান্য চ্যান্সেলর ও অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবর্গকে অন্যত্র ব্যস্ততার মধ্যেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকবরণ সভায় কষ্ট স্বীকার করে উপস্থিত হবার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। নিঃসন্দেহে দিনটি এই তরুণ-তরুণীদের কাছে চিরস্মরণীয় করে রাখতে তাঁদের সদয় উপস্থিতি প্রধান উৎপাদক হিসেবে কাজ করবে। আমরা তিনজন বিশিষ্ট আইন বিশেষজ্ঞকে প্রথমবারের মত একই মঞ্চে পেয়েছি– একজন আইন প্রণয়ন করেছেন এবং সেই প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করেছেন বহু বছর, একজন দেশের আইন বাস্তব ঘটনা সমূহে ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করেছেন, এবং তৃতীয়জন আইনের প্রয়োগ ও বিচার যাতে মানবিকতার প্রাথমিক শর্তগুলি অতিক্রম করে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থে দানবিক রূপ না নেয় সেদিকে সদা সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীনতম আইন বিভাগের ছাত্রছাত্রীরাও দু তিন বছর পরে হয়তো নিজস্ব জীবনবোধ আইন জ্ঞানের সাথে সমন্বিত করে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জীবিকার মতই সমাজে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারবে।

সনদপ্রাপ্তির পর অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী কর্মজীবনে প্রবেশ করবে; এটা একটা সন্ধিক্ষণ, ক্রান্তিকাল, তরুন প্রজন্মের জটিলতর কর্মজীবনে উত্তরণ। তবে যে শিক্ষা তারা নিয়ে যাচ্ছে, তা শেষ শিক্ষা নয়; কোন বিষয়েই শেষ সত্য আবিস্কৃত হয়নি। সুতরাং, শিক্ষা আজীবনের অভ্যাসে পরিণত হোক, এটাই আমাদের আশা; তাদের এই উৎসবের পরিচ্ছদের যে বিভিন্ন বর্ণিল অংশ অধীত বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার বর্ণময়তার নির্দেশক, জীবনের বিচিত্র যাত্রায় তাতে প্রলেপ ঘটবে নতুন আচ্ছাদনের, সংযোজন ঘটবে আরো বিচিত্র উপাদানের।

প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে উপনয়ন উৎসবে উপবীত ধারন করে বা ভিন্ন ধর্মে ব্যাপ্টিজমে স্নাত হলে, মানুষ নতুন জীবনের পথে যাত্রা শুরু করত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক হওয়া এক দিনের বা মুহূর্তের

আনুষ্ঠানিকতা নয়, এটি দীর্ঘদিনের কঠিন শ্রমলব্ধ দক্ষতার স্বীকৃতি এবং তার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ অভিযাত্রায় অঙ্গীকার।

আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে সুন্দরী তরুণী স্ত্রীর গঞ্জনায় নিত্য গৃহ থেকে বিতাড়িত এক প্রৌঢ় এথেন্স নগরে কিছু তরুণ সাগরেদ সংগ্রহ করেছিলেন, যারা আলোচনা ও বির্তকের মাধ্যমে সত্য ও জ্ঞান আহরণের যুক্তিসঙ্গত প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেছিলেন। সত্য বহুমুখী, সুতরাং সব পক্ষের যুক্তির মহামিলনেই মানুষ সত্যের বহুমাত্রিক পূর্ণতার পরিচয় পেতে পারে। আজকের জ্ঞানসমৃদ্ধ সন্দর্ভ হয়তো অচিরে অসম্পূর্ণ একপেশে চিত্ররুপে প্রমানিত হতে পারে। পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় নিজ মতবাদের ত্রুটি ও অপূর্ণতা ধরা পড়তে পারে। দ্বন্দ্ববাদের ব্যবহার করে সত্য উপলব্ধির প্রক্রিয়া শুধু সক্রেটিসের পাশ্চাত্যে নয়, এই উপমহাদেশেও প্রচলিত ছিল। যেহেতু East West, দুটি প্রান্তের বিচ্ছিন্ন মিশ্রণ নয়, আমরা সভ্যতার সকল অংশ থেকেই অগ্রযাত্রার পাথেয় প্রত্যাশী। আমাদের ছাত্রছাত্রীরা যদি নেতৃত্বের ভূমিকায় যায়, তারা পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যানেই নিবিষ্ট থাকবে, ব্যক্তিগত স্বার্থ বা অহমিকাকে গৌরবদীপ্ত করতে নয়, এটা আমাদের বিশ্বাস।

আইনের শাসন এবং মানবাধিকারের নির্বিরোধ সহাবস্থান আমাদের জন্য অদূর ভবিষ্যতে কাম্য এক আরাধ্য বস্তু। আজকের নবদীক্ষিত ছাত্রছাত্রী হয়তো ভবিষ্যতে সেই সমন্বয়ের জন্য তাদের বিদ্যা-বুদ্ধি বিচক্ষণতার সাথে নিয়োগ করতে সমর্থ হবে। আমরা এই সব তরুণ-তরুণীদের পরবর্তী জীবনের কার্যকলাপ গভীর বিশ্বাস ও আশার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে থাকব।

যাঁরা আজকের এই আয়োজনের পশ্চাৎভূমিতে এর সাফল্যের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম দান করেছেন, তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। যাঁরা অর্থনৈতিকভাবে সহায়ক হয়েছেন, তাঁদেরকেও অজস্র ধন্যবাদ। শ্রদ্ধেয় সম্মানিত অতিথিবৃন্দকে আবারো অকুণ্ঠ ধন্যবাদ উপস্থিতি দিয়ে অনুষ্ঠানকে গৌরবান্বিত করার জন্য। অনুষ্ঠানের শিরোমনি সনদপ্রাপক তরুণ-তরুণীদের জন্য আবারও শুভেচ্ছা।